

যে ব্রাহ্মণের শরীরে রক্তপাত করে, সে রক্তবিন্দু পৃথিবীর যত পরমাণু ব্যপে
থাকবে, তত বছর আঘাতকারী পতিলোক থেকে বচিযুত হয়ে
যমযাতনা ভোগ করবে। অতএব ব্রাহ্মণের প্রতি অবমাননা
করবে না, তা হলে উক্তপাপে লিপ্ত হতে হবে।।

তথ্যসূত্র:- কৃষ্ণযজুর্বেদে ২য়কান্ড ৬শ্চ প্রপাঠক ১০নং মন্ত্র।।

প্রত্যক্ষং যদব্রাহ্মণাস্তানবে তনে প্রীগতযথো কৃষ্ণ_যজুর্বেদে_সংহতি /১/৭/৩)

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ দবেতা।তাদের অন্ন দানে তুষ্ট করতে হয়।

ভবষিয পুরাণে আছে— ব্রাহ্মণো জগতাং তীর্থং পাবনং পরমং যতঃ।

ভুদবে হর মৈ পাপং বষ্ণুরূপনিমমোহস্তুতে।। ভবষিৎপুরান,মধ্যপর্ব,১০/১৪ পৃষ্ঠা২২৩,

অনুবাদ-- ব্রাহ্মণ সমস্ত জগতের তীর্থ, কনেনা এটি পরম পাবন।হে ভুদবোহে বষ্ণুরূপি আমার
পাপ হরণ কর।আপনার জন্য আমার প্রণাম জানাচ্ছি।

ব্যাস বচন— অভবিদ্যশ্চ পূজ্যশ্চ শরিসানম্য এব চ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়দ্যশ্চ শ্রীকামটঃ সাদরং সদা।। পদ্মপুরাণ, স্বর্গখন্ড ২৫/৪৮

অনুবাদ- শ্রীকাম ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় কর্তৃতক ব্রাহ্মণ সাদরে অভবিদ্য,পূজা এবং মস্তক
দ্বারা প্রণামযোগ্য।

ভগবান ব্রহ্মা বলছেন— ভুরি প্রত্যক্ষদবেহপি ব্রাহ্মণো দবেতাশ্রয়ঃ,সর্ববর্নগুরুঃ--।।
পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসারঃ২০/১৯৩)

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ ভুতলের প্রত্যক্ষ দবেতা সর্ববর্নগণের শুরু।

ভগবান ব্রহ্মা বলছেন— সর্ববহেপি ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্টাঃ পূজনীয় সদৈব হি।

অবদ্যো বা সবদ্যো বা নাত্র কার্যাবচারণ।।পদ্মপুরাণ -ক্রিয়াযোগসার ২১/৮

অনুবাদ- সর্ববহি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ট। ব্রাহ্মণ অবদ্যই হউন আর সবদ্যাই হউন।সর্ববদাই
তঁাহারা পূজনীয় ও শ্রেষ্ট এ বিষয়ে তর্ককরা নষিদিধ।

ত্রলৈক্যস্যবৈ হতেরুহি মর্যাদা শাশ্বতী ধ্রুব।

ব্রাহ্মণো নাম ভগবান জন্মপ্রভৃতি পূজ্যতৌ।।--মহাভারত,শান্তিপর্ব ২৬৩/১২

অনুবাদ- তরভিবনরে মঙ্গলরে কারণ,নতিযও সত্য গটারবস্হান,মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণ জন্মবধি
পূজতি হইয়া থাকনে।

শ্রী ভগবান বলছেন - যে মৈ তনুর্দ্বজিবান দুহতীরস্মদীয়া ভুতান্যব্বথরণানি চ ভদেবুদ্ব্যা

দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্শতদৃশো হ্যাহনিযবস্তান গৃধ্রা রুশা মম কুশন্ত্যধদিণ্ডনতৌঃ।

যে ব্রাহ্মণান ময়ি ধিয়া ক্শপিতোরহচ্চয়ন্তস্তুশ্চদধঃ স্মতিসুধোক্শতিপদমবক্তাঃ।

বাণ্যানুরাগকলয়া ত্নজবদৃগ্নতঃসন্বোধয়ন্ত্যহমবিা হমুপাক্তস্ততৈঃ।। ভগবতঃ/১৬১০-১১

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষণশীল প্রাণী, ইহারা আমার দহেস্বরূপঃ যদি কহে এই তনিকটিকে অন্যথা জ্ঞান করো। তবে আমার অধিকারভুক্ত যমরে যসেকল সর্পরে ন্যায় ক্রোধী গৃধ্রাকার দূত আছে, তাহারা সেই পাপাজত-চত্বিত ব্যক্তিকে চণ্ডু দ্বারা বদীরূপে করো। ব্রাহ্মণেরা কটুকথা বললিও যাঁহারা প্রফুল্লিত বাসুদবেজ্ঞানতে তাঁহাদগিকে অর্চনা করেন এবং সহাস্যবদনে প্রমেশোভতি বাক্যে তাঁহাদগিকে সম্বোধন করি, সেইরূপ ভাবে যাঁহারা সেই ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া তাকনে, আমি তাঁহাদের বশীভূত হই।

শ্রীপৃথু রাজা বলছেন- যৎসবেয়াশেষেগুহাশয়ঃ স্বববাড় বপির্প্রয়িস্তুশ্চতি কামশীশ্বরঃ।

তবদে তদধমরপয়বৈনীতৈঃ সর্ববত্নানা ব্রহ্মকুলং নষিব্বে্যতাম।। ভগবতঃ/২১/৩৯

অনুবাদ- সর্ববান্ত্রয়্যামী স্বপ্রকাশ ব্রাহ্মণ প্রয়ি ভগবান যে ব্রাহ্মণ কুলরে সর্বোয় অন্ত্যন্ত পপরতিষ্টি হন। আপনারা ভগবদ্বর্মমপরায়ণ ও বনীত সর্ববান্ত্রয়্যকারণে সেই ব্রাহ্মণ কুলরে সর্বো করুন।

শুকদবে বলছেন- যস্তবহি ব্রহ্মধরুক স কালসুত্রসংজ্ঞক

নরকে অযুতযোজনপরমিন্ডলে তাম্রময়ঃ।। ভগবতঃ ৫/২৬/১৪

অনুবাদ- যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, যমদূত তাকে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষেপে করে, ঐ নরকেরে পরধি দশসহস্র যোজন ঐ স্থান তাম্রময়।

নারদ মুনি বলছেন- নহয়গ্নমিখতোহরং বট ভগবান সর্বব্যজ্ঞভুক

ইত্যতে হবষিারাজন যথা বপির্মুখে হুতৈঃ।। ভগবতঃ ৭/১৪১/৭

অনুবাদ- হে রাজন, ব্রাহ্মণ মুখে প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা এই সর্বব্যজ্ঞভোগী ভগবান বষ্ণু যরূপ পূজিত হোন, অগ্নিমুখে প্রদত্ত হববিঃ দ্বারা সরূপপ তিনি পূজিত হয় না।

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন ক্শণস্য জগদাত্নানঃ।

পুনন্তঃপাদরাজস্য ত্রলিকীং দবৈতং মহৎ // ভগবতঃ ৭/১৪/৪২

অনুবাদ- মহারাজ। আমার এবং তোমার কথা বাদদ দাও। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইষ্টদেবে ব্রাহ্মণ। কারণ তোমার চরণরণেতে তিনি লোক পবিত্র হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- যথাহং প্রণমে বপিরানুকালং সমাহতিঃ।

তথা নমত যুয়ং যোহন্যথা মে স দন্ডভাক্।। ভগবতঃ ১০/৬৪/৪২

অনুবাদ- আমি যরূপ প্রত্যহ সমাহতি মনে সাবধান হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি। তোমরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণগণকে সতত নমস্কার করবি। যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা করবি, আমি তাহাকে দন্ডদান করবি। সে দন্ডনীয় হইবে।

শুকদবে পরমহংস বলছেন- তস্য বটৈ দবেদবেস্য হরৈর্যজ্ঞপতঃ প্রভাঃ

ব্রাহ্মণাঃপ্রভবো ববৈং ন তভেষ্যো বদ্বিত্যতঃ পরম।। ব্রহ্মবৈবর্তপুরান, ব্রহ্মমখন্ড ১১/১৪

অনুবাদ- প্রিয় পরীক্ষতি,দবেতাদরেও ও আরাধ্য দবেতা ভক্তভয়হারী যজ্ঞপতি সর্বশক্তমান ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণদরে নজি প্রভু ও ইষ্ট মনে করে তাকনোতাই ব্রাহ্মণগণ এই জগতে সর্বাধিক প্রণম্য বলে স্বীকৃত।

সূর্যদবে বলছেন— ব্রাহ্মণাবাহতি দবোঃশশ্বদ্বশ্বিষ্মে পূজজতিঃ

ন চ বপিরং পরো দবো বপিরুপী স্বয়ং হরিঃ

অনুবাদ- দবেতাগণ ব্রাহ্মণকর্তক অবাহতি হইয়া বারংবার এই বিশ্ব সংসারে পূজতি হইতছেন,এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ট দবেতা আর কহেই নাই,কারণ স্বয়ং হরিই বপিরুপ ধারণ করিয়াছেন।।

সর্ব্বাবর্ণাশ্রমপরো বপিরো নাস্তি বপিরসমো গুরুঃ

বদে বদোং সর্ব্বার্থমতিহা কমলোদ্ভবঃ।। ব্রহ্মবৈবর্তপুরান, ব্রহ্মমখন্ড ১১/২০

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ অপেক্ষা গুরু কহেই নাই,ইহাই বদেরে সার কথা বলিয়া স্বয়ং কমলযোনি ব্রহ্মা স্বীকার করিয়াছেন।।

আনন্দপূর্ব্বক বন্দে বপিরুপং জনার্দদন।

তুষ্টি দবো হরিস্তুষ্টি যস্য পুষ্পজলনে চ।। ব্রহ্মবৈবর্তপুরান, ব্রহ্মমখন্ড ১৪/১২

অনুবাদ- যবে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত জলপুষ্পে সমস্ত দবেতা ও ভগবান হরি তুষ্টি লাভ করেন।আমি সেই বপিরুপী জনার্দদনকে আনন্দরে সহতি প্রণাম করি।।

ধর্ম্মরাজ যম বলছেন- ক্ষত্রয়ি বাপি বশেষো বা কল্পকোটশিতনে চ।

তপসা ব্রাহ্মণত্বং না প্রাপ্নোতি শ্রুতে শ্রুতম।। ব্রহ্মবৈবর্তপুরান, প্রকৃতখন্ড ২৬/৬৯

অনুবাদ- ক্ষত্রয়ি বা বশেষ,শতকুটকিল্প তপস্যা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে না।ইহা বদে কথিত আছে।।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন -অপ্রজ্ঞ বাথ প্রজ্ঞো বা ব্রাহ্মণো বসিগুবগিরহ---ব্রহ্মবৈবর্তপুরান, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখন্ড২১/৭০

অনুবাদ- জ্ঞানীই হউন,বা অজ্ঞানী হউন,ব্রাহ্মণ মাত্রই বসিগুরুপ।।

নমস্কুর্য্যাং স্বয়ং বপিরান বর্ত্তমানান যথাতথম

যথাসুখং যথোৎসাহং নমস্যান্তে স্বমাতৃবৎ।। শবিপুরান,ধর্ম্মসংহতি ২০/৮৫

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ সদাচারসম্পূর্ণ হউনবা দুরাচারযুক্তই হউন,আপনার মাতাকে যেন নমস্কার করা উচিত,সেইরূপ তাঁহাদগিকে নমস্কার করবি।।

ব্যাসদবে বলছেন- ব্রাহ্মণত্বং হি দুষ্প্রাপং নসির্গাদব্রাহ্মণো ভবৎ।

ক্ষত্রয়িণো বাপি বশৈশ্ব বা নসির্গাদবে জায়তে।। শ্বিপুরান,ধর্মসংহতি ৪১/১

অনুবাদ- ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভ।প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রয়ি, বশৈশ্ব,শুদ্র হয়।।

ব্রাহ্মণ দর্শবর্ষং তু শতবর্ষং ভূমপিম।

পতিপুত্রটৌ বজানীয়াদ্রাক্ষণস্তু তয়োঃপতি।। মনুসংহতি ২/১৩৫

অনুবাদ- যদি কোনও ব্রাহ্মণ দশবৎসর বয়স্ক হয় এবং ক্ষত্রয়িকে পুত্রের মত দেখেবি,অথাৎ ব্রাহ্মণ কে ক্ষত্রয়ি পতির ন্যায় বলিয়া গ্রহন করবি।।

বশিষে দ্রব্ধব্য : যনি যোগ্যতা এবং গুণ এবং কর্ম অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ । এরকম যোগ্য ব্রাহ্মণ ব্যক্তিরি সঙ্গে কমনে ব্যবহার করা উচিত অথবা কি ব্যবহার করলে কি কর্মফল লাভ হয়. শাস্ত্রে বহুবার তাহা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ওপররে কিছু শ্লোকে সেগুলো দেওয়া হইল। কনিতু মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ কুসংস্কার প্রথা অনুসারে শাস্ত্রের উপরোক্ত শ্লোকেরে অপব্যখ্যা কারি এবং জন্মগত ব্রাহ্মণবাদী লোকেরে জন্ম অবশ্যই প্রযোজ্য নয়।

একজন ব্রাহ্মণ যদি তিনি দিনি দুধ বক্রি করে অথবা মাংস বক্রি, লাক্ষা ও লবন প্রভৃতি বক্রি করে তখন সে শুদ্রে পরনিত হয়। ৯২/১০ মনুসংহতি। কোনো ব্রাহ্মণ, মাংসাদি বা ভোজ্যদ্রব্য ভিন্ অন্যপ্রতসিদ্ধি দ্রব্য সাতদিন বক্রিয় করিলে সে বশৈশ্ব হয়। ৯৩/১০ মনুসংহতি মনুসংহতি থেকে স্কন্ধ পুরান আরও ভয়ানক। স্কন্ধ পুরানের কাশি খন্ডে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ শুদ্রেরে অন্ন গ্রহন করে , শুদ্রেরে সহতি সম্পর্ক রাখে, শুদ্রেরে সহতি একাসনে উপবেশন করে , শুদ্রেরে নকিট বিদ্যা শিক্ষা করে সেই নরাধমেরে জলন্ত পাতকে বাস হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ শুদ্রেরে নকিট হইতে দান গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে সেই বপ্রাধমেরো ব্রহ্মতজে বহীন হইয়া ঘোর নরকে স্থান প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ হস্তদ্বারা পরিশেষি মধু, দুগ্ধ, বাতাসা, ঘৃত ,লবন এবং শাক গ্রহন করে সেই ব্রাহ্মণ কে অবশ্যই একদিন উপবাস স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হইতে হয়। কোনো শুদ্র যদি স্নহে বশত ব্রাহ্মণেরে পাত্রে লবন অথবা ব্যঞ্জনাদি প্রদান করে তাহা হইলে সেই শুদ্রেরে কিছু মাত্র সম্পত্তি থাকে না এবং সেই ভোক্তা ব্রাহ্মণেরে ও পাপানল ভক্ষণ করা হয়। যদি কেহে কোনো ব্যক্তিকে লোহ পাত্রে অন্ন প্রদান করে তাহা হইলে যে দেবে, তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। এবং যে ব্যক্তি ভোজন করে তাহার বসিষ্ঠা ভক্ষণ হইয়া থাকে। ভোজন কালে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা যদি কেহে লবন ও মৃত্তিকা গ্রহন করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিরি গো মাংস ভক্ষণতুল্য পাপ হয়। ব্রাহ্মণ যদি গো রক্ষক, বানজিযজীবি, শলি্পজীবি, নট্টনর্তক, দটৌযকার্জে

নযুক্ত অথবা কুসীদোপজীবী হয. তাহা হইলে তাহার সহতি শূদ্রবং ব্যবহার উচিত। অর্থাৎ এখানে বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ সমাজ কখনোই শূদ্র কর্ম এবং বশৈ্য কর্ম করতই পারবে না। শূদ্র কর্ম এবং বশৈ্য কর্ম তনি দিনি ও সাত দিনি করলে তারা বর্নচূত হব। এছাড়া অত্রী সংহতি আরও ভয়ঙ্কর অত্রি সংহতিয়. দশ প্রকার ব্রাহ্মণরে কথা বলা হয.ছে। বর্তমান পরস্থিতি অনুযায়ী অত্রি সংহতি সকল ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলছেন। দবে, মুনি, দ্বজি, ক্ষত্রয়ি., বশৈ্য, শূদ্র, নষিদ, পশু, ম্লেচ্ছ, চন্ডাল, এই দশ প্রকার ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে বরাজমান। যবে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা, যপ, হোম, যজ্ঞ, দবেপূজা, অতথি সবো , নবগুন সম্পন্ন হন তাদরে দবে ব্রাহ্মণ বলে। যবে ব্রাহ্মণ নতি্য বদে বদোন্ত পাঠ করনে, সর্বসঙ্গ ত্যাগী, নতি্য যোগ অভ্যাস করে থাকনে তাদরে দ্বজি ব্রাহ্মণ বলে। যবে ব্রাহ্মণ শাক, পত্র, ফল, মূল, বৃক্ষ, খযে বনে জঙ্গলে জীবন অতবিহতি করনে এবং পরমব্রহ্মরে সাধনা করনে তাহদরে মুনি বলা হয। যবে ব্রাহ্মণ সমর বা ঝগড়া স্থলে অস্ত্র দ্বারা শত্রুকে আহত ও পরাজতি করনে তাদরে ক্ষত্রয়ি ব্রাহ্মণ বলে। যবে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লবন, দুধ, ঘি, দই, মাংস প্রভৃতি বিক্রয়. করে তাদরে শূদ্র ব্রাহ্মণ বলে। যবে ব্রাহ্মণ ক্ষকির্য, গাে প্রতপালক, ব্যাবসা, বানজিযে লপ্তিত তাদরে বশৈ্য ব্রাহ্মণ বলে। যবে ব্রাহ্মণ চোর, ডাকাত, মাছ মাংস ভক্ষণ কারী, কুপরামর্শদাতা, তাদরে নষিদ ব্রাহ্মণ বলে। যবে ব্রাহ্মণ বদে এবং পরমাত্ম তত্ত্ব কছিই জাননে না শুধু মাত্র যজ্ঞ উপবতিরে প্রভাবে গর্ব করে তাদরে পশু ব্রাহ্মণ বলে। যবে ব্রাহ্মণ কূপ, পুকুর, সরোবর, সাধারণ ভোগ্য উপবন থেকে জনসাধারণরে ব্যবহার বন্ধ করে তাদরে ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ বলে। যবে ব্রাহ্মণ নতি্য কর্তব্য কার্যহীন, মূর্খ, সর্বধর্ম রহতি , মথিযাবাদী, অসৎ, তাদরে চন্ডাল ব্রাহ্মণ বলে।